দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

খুলনায় নির্মিত হবে টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

বিভাগীয় ও শিল্পনগরী খুলনায় নির্মাণ করা হবে টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট। একইসঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের জন্যও নির্মিত হবে নিজস্ব ভবন।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটটি ভাড়া বাড়িতে থাকলেও এর জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াটি এখনও পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ থেকে এর প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় দপ্তরে। সেখান থেকে বস্ত্র দপ্তরে এ প্রস্তাব অনুমোদন হওয়ার পর জেলা প্রশাসনকে জমি অধিগ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। খুলনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) সুলতান আলম জানান, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের জন্য খানজাহান আলী সেতুর পশ্চিম পাশে তিন একর জমি অধিগ্রহণ শেষে গণপূর্ত বিভাগকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের জন্য একাধিক জায়গা দেখা হয়েছে। এর মধ্যে খুলনা মহানগর সংলগ্ন ডুমুরিয়া উপজেলার চক মথুরাবাদ মৌজার ১.২৫ একর জমি প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেলেই তাদের অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু হবে।

টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম বর্তমানে নগরীর গল্লামারীর একটি ভাড়া বাড়িতে চলছে। ইন্সটিটিউটের সুপারিন্টেনডেন্ট মো. নিজাম উদ্দিন বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে খুলনার বিভিন্ন স্থানে ভাড়া বাড়িতে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৫ সালে এটিকে এসএসসি ভোকেশনাল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বর্তমানে নবম শ্রেণিতে ৮০ জন এবং দশম শ্রেণিতে ৫৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এইচএসসি'র জন্য হয় কোনো সাধারণ কলেজে অথবা অন্য কোনো পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হতে হয়। কিন্তু কেউ যদি টেক্সটাইল নিয়েই পড়তে চায় তাহলে খুলনার শিক্ষার্থীদের বরিশাল, দিনাজপুর অথবা টাঙ্গাইলে যেতে হয়। খুলনায় টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট নির্মিত হলে ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ সারওয়ার জাহান জানান, ২৯ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চারটি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনায় একটি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট নির্মাণ কাজ নামে এ প্রকল্পের জন্য এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত অর্থ দিয়ে জমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক, একাডেমিক ও ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ছয়তলা ফাউন্ডেশনে চারতলা পর্যন্ত এ ভবন নির্মাণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

খুলনায় টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের নিজস্ব ভবন ও টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়ে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির মহাসচিব শেখ মোশাররফ হোসেন বলেন, এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি খুলনায় টেক্সটাইল পল্লী স্থাপন প্রক্রিয়াও দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। তাহলে কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।